BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (9TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : KURBANI

كِتَابُ الْأَضَاحِيْ

কুরবানী অধ্যায়

٢٢٠٥. بَابُ سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ سُنَّةٌ وَمَعْرُوْفٌ

২২০৫. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর বিধান। ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন ঃ কুরবানী সুন্নাত এবং স্বীকৃত প্রথা

٥١٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الإِيَامِيْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا نُصَلِّيْ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ ، فَقَامَ أَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِيْ جَذَعَةً فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ * قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ -

৫১৪৭ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের এ দিনে আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটি করবো তা হল সালাত আদায় করবো। এরপর ফিরে এসে আমরা কুরবানী করবো। যে ব্যক্তি এভাবে তা আদায় করল সে আমাদের নীতি অনুসরণ করল। আর যে ব্যক্তি আগেই যবাহ্ করল, তা এমন গোশ্‌তরূপে গণ্য যা সে তার পরিবার পরিজনের জন্য আগাম ব্যবস্থা করল। এটা কিছুতেই কুরবানী বলে গণ্য নয়। তখন আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা) দাঁড়ালেন, আর তিনি (সালাতের) আগেই যবাহ্ করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমার নিকট একটি বক্‌রীর বাচ্চা আছে। নবী ﷺ বললেন ঃ তাই যবাহ্ কর। তবে তোমার পরে আর কারোর পক্ষে তা যথেষ্ট হবে না। মুতাররিফ বারা' (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের পর যবাহ্ করল তার কুরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুসলমানদের নীতি পালন করলো।

banglainternet.com

٥١٤٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ -

৫১৪৮ মুসাদ্দাদ (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের আগে যবাহ্ করল সে নিজের জন্যই যবাহ্ করল। আর যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পর যবাহ্ করল, তার কুরবানী পূর্ণ হলো এবং সে মুসলমানদের নীতি অনুসরণ করল।

٢٢٠٦ . بَابُ قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِيَ بَيْنَ النَّاسِ

২২০৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক জনগণের মধ্যে কুরবানীর পশু বন্টন

٥١٤٩ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَارَتْ جَذَعَةً قَالَ ضَحِّ بِهَا -

৫১৪৯ মু'আয ইব্‌ন ফাযালা (র)..... 'উকবা ইব্‌ন 'আমির জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে কতগুলো কুরবানীর পশু বন্টন করলেন। তখন 'উক্‌বা (রা)-এর ভাগে পড়ল একটি বকরীর বাচ্চা। উকবা (রা) বলেন, তখন আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ভাগে এসেছে একটি বকরীর বাচ্চা। তিনি বললেন ঃ সেটাই কুরবানী করে নাও।

٢٢٠٧ . بَابُ الأُضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ

২২০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফির ও মহিলাদের কুরবানী করা

٥١٥٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ ، فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى ، أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ مَا هَذَا ؟ قَالُوا ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ -

banglainternet.com

৫১৫০ মুসাদ্দাদ (র)..... 'আয়েশা (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর কাছে প্রবেশ করলেন। অথচ মক্কা প্রবেশ করার পূর্বেই 'সারিফ' নামক স্থানে তার মাসিক শুরু হয়েছিল। তখন তিনি কাঁদতে

লাগলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ তোমার কি হয়েছে? মাসিক শুরু হয়েছে না কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। নবী ﷺ বললেন ঃ এটা তো এমন এক বিষয় যা আল্লাহ্ আদম (আ)-এর কন্যা সন্তানের উপর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি আদায় করে যাও, হাজীগণ যা করে থাকে, তুমিও অনুরূপ করে যাও, তবে তুমি বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করবে না। এরপর আমরা যখন মিনায় ছিলাম, তখন আমার কাছে গরুর গোশ্ত নিয়ে আসা হলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এটা কি? লোকজন উত্তর করলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেছেন।

٢٢٠٨ . بَابُ مَا يَشْتَهِيْ مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

২২০৮. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর দিন গোশ্ত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা

٥١٥١ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيْهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَرَ جِيْرَانَهُ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ فَلاَ أَدْرِيْ بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ ثُمَّ انْكَفَا النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا وَقَالَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوْهَا أَوْ قَالَ فَتَجَزَّعُوْهَا -

৫১৫১ সাদাকা (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানীর দিন নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করেছে,সে যেন পুনরায় যবাহ্ করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটাতো এমন দিন যাতে গোশ্ত খাওয়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষা হয়। তখন সে তার প্রতিবেশীদের কথাও উল্লেখ করল এবং বলল ঃ আমার কাছে এমন একটি বক্রীর বাচ্চা আছে যেটি গোশ্তের দিক থেকে দু'টি বক্রী অপেক্ষাও উত্তম। নবী ﷺ তাকে সেটিই কুরবানী করতে অনুমতি দিলেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি জানি না, এ অনুমতি এই ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের বেলায় প্রযোজ্য কিনা? এরপর নবী ﷺ দু'টি ভেড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং সে দু'টিকে যবাহ্ করলেন। লোকজন ক্ষুদ্র একটি বক্রীর পালের দিকে উঠে গেল। এরপর ঐ গুলোকে বন্টন করলো কিংবা তিনি বলেছেন ঃ সেগুলোকে তারা যবাহ্ করে টুকরা টুকরা করে কাটলো।

٢٢٠٩ . بَابُ مَنْ قَالَ الْأَضْحٰى يَوْمَ النَّحْرِ

২২০৯. পরিচ্ছেদ ঃ যারা বলে যে, ইয়াওমুননাহারই কুরবানীর দিন

٥١٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ

banglainternet.com

السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ، ذُوْ الْقَعْدَةِ، وَذُوْ الْحِجَّةِ ، وَالْمُحَرَّمِ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ ؟ قُلْنَا بَلٰى ، قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلٰى ، قَالَ فَأَيُّ يَوْمٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَ كُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ ، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ ضُلاَلاً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُوْنَ أَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ -

৫১৫২ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র)..... আবূ বাকরা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কাল আবর্তিত হয়েছে তার সেই অবস্থানের উপর, যেভাবে আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। বছর বার মাসের। তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। তিনটি পরপর ঃ যুল কা'দা, যুল-হাজ্জাহ্ ও মুহাররম। আরেকটি মুদার গোত্রের রজব মাস, সেটি জুমাদা ও শা'বানের মাঝখানে। (এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ) এটি কোন্ মাস? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তখন তিনি নীরব রইলেন। এমন কি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়ত এটিকে অন্য নামে আখ্যায়িত করবেন। তিনি বললেন ঃ এটি কি যুল-হাজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম ঃ হাঁ। তিনি আবার বললেন ঃ এটি কোন্ শহর? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি নীরব রইলেন এমন কি আমরা ভাবতে লাগলাম, হয়ত তিনি এটির জন্য কোন নাম রাখবেন। তিনি বললেন ঃ এটি কি মক্কা নগর নয়? আমরা বললাম ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ এটি কোন দিন? আমরা বললাম ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি নীরব রইলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, হয়ত তিনি এর নামের পরিবর্তে অন্য নাম রাখবেন। তিনি বললেন ঃ এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা উত্তর করলাম ঃ হাঁ। এরপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, বর্ণনাকারী মুহাম্মদ বলেন, সম্ভবতঃ আবূ বাকরা (রা) বলেছেন, এবং তোমাদের ইজ্জত তোমাদের পরস্পরের উপর এমন সম্মানিত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এই দিন, তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস। অচিরেই তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাত লাভ করবে। তখন তিনি তোমাদের সম্পর্কে তোমাদের

banglainternet.com

জিজ্ঞাসা করবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে ফিরে যেয়ো না। তোমাদের কেউ যেন কাউকে হত্যা না করে। মনে রেখ, উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে। (আমার বাণী) পৌঁছে দেয়। হয়ত যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের কেউ কেউ বর্তমানে যারা শুনেছে তাদের কারো চাইতে অধিক সংরক্ষণকারী হবে। রাবী মুহাম্মদ যখন এ হাদীস উল্লেখ করতেন, তখন বলতেন ঃ নবী ﷺ সত্যই বলেছেন। এরপর নবী ﷺ বললেন ঃ সাবধান, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি? সাবধান, আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?

٢٢١٠. بَابُ الْأُضْحَى وَالْمَنْحَرِ بِالْمُصَلَّى

২২১০. পরিচ্ছেদ ঃ ঈদগাহে নহর ও কুরবানী করা

٥١٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِي مَنْحَرَ النَّبِيِّ ﷺ

৫১৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বক্‌র মুকাদ্দামী (র)..... নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ্ (র) কুরবানী করার স্থানে কুরবানী করতেন। 'উবায়দুল্লাহ্ বলেন ঃ অর্থাৎ নবী ﷺ -এর কুরবানী করার স্থানে (কুরবানী করতেন)

٥١٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ كَثِيرِ ابْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى -

৫১৫৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র)..... ইব্ন 'উমর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে যবাহ্ করতেন এবং নহর করতেন।

٢٢١١. بَابُ فِي أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ قَالَ كُنَّا نُسَمِّنُ الْأَضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ

২২১১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর দু'টি শিংবিশিষ্ট মেষ কুরবানী করা। সে দু'টি মোটাতাজা ছিল বলেও উল্লেখিত হয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বলেছেন ঃ আমি আবূ উমামা' ইব্ন সাহল থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মদীনায় আমরা কুরবানীর পশুগুলোকে মোটাতাজা করতাম' এবং অন্য মুসলমানরাও (তাদের কুরবানীর পশু) মোটাতাজা করতেন

٥١٥٥ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ -

banglainternet.com

৫১৫৫ আদাম ইব্ন আবূ ইয়াস (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ দু'টি মেষ দ্বারা কুরবানী আদায় করতেন। আমিও কুরবানী আদায় করতাম দু'টি মেষ দিয়ে।

٥١٥٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَفَا إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ * تَابَعَهُ وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوْبَ وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَنَسٍ -

৫১৫৬ কুতায়বা (রা)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'টি সাদা কালো রংবিশিষ্ট শিংওয়ালা ভেড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং নিজ হাতে সে দু'টিকে যবাহ্ করলেন। ইসমাঈল ও হাতিম ইব্ন ওয়ারদান এ হাদীসটি আইউব, ইব্ন সীরীন, আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আইউব থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥١٥٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا ، فَبَقِيَ عَتُوْدٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ضَحِّ أَنْتَ بِهِ -

৫১৫৭ আম্র ইব্ন খালিদ (র) 'উকবা ইব্ন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কুরবানীর পশু হিসাবে সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার জন্য তাকে এক পাল বকরী দান করেন। সেখান থেকে একটি বক্‌রীর বাচ্চা অবশিষ্ট রয়ে গেলে তিনি নবী ﷺ -এর কাছে তা উল্লেখ করেন। নবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি নিজে তা কুরবানী করে নাও।

٢٢١٢ . بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِيْ بُرْدَةَ ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعْزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

২২১২. পরিচ্ছেদ ঃ আবূ বুরদাহ্‌কে সম্বোধন করে নবী ﷺ -এর উক্তি ঃ তুমি বক্‌রীর বাচ্চাটি কুরবানী করে নাও। তোমার পরে অন্য কারোর জন্য এ অনুমতি থাকবে না

٥١٥٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ ضَحَّى خَالٌ لِيْ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ عِنْدِيْ دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ ، ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ * تَابَعَهُ عُبَيْدَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيْمَ وَتَابَعَهُ وَكِيْعٌ عَنْ

banglainternet.com

خُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ ، وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عِنْدِي جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَنٍ -

৫১৫৮ মুসাদ্দাদ (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বুরদাহ (রা) নামক আমার এক মামা সালাত আদায়ের পূর্বেই কুরবানী করেছিলেন। তখন রাসূলাল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তোমার বক্‌রী কেবল গোশ্‌তের বক্‌রী হল। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট একটি ঘরে পোষা বক্‌রীর বাচ্চা রয়েছে। নবী ﷺ বললেন ঃ সেটাকে কুরবানী করে নাও। তবে তা তুমি ব্যতীত অন্য কারোর জন্য ঠিক হবে না। এরপর তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করেছে,সে নিজের জন্যই যবাহ্ করেছে (কুরবানীর জন্য নয়) আর যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পর যবাহ্ করেছে, তার কুরবানী পূর্ণ হয়েছে। আর সে মুসলমানদের নীতি-পদ্ধতি অনুসারেই করেছে। শা'বী ও ইব্‌রাহীম থেকে 'উবায়দা (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হুরায়স সূত্রে শা'বী থেকে ওয়াকী অনুরূপ বর্ণনা করেন শা'বী থেকে আসিম ও দাউদ আমার নিকট পাঁচ মাসের দুধের বকরীর বাচ্চা আছে বলে বর্ণনা করেছেন আবুল আহওয়াস বলেন ঃ মানসূর আমাদের কাছে দুই মাসের দুধের বাচ্চা আছে বলে বর্ণনা করেছেন ইব্‌ন 'আউন বলেছেন ঃ দুধের বাচ্চা।

٥١٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَبْدِلْهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَةٌ ، قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، قَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ، وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ -

৫১৫৯ মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আবূ বুরদা (রা) সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করেছিলেন। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ এটার বদলে আরেকটি যবাহ্ কর। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে একটি ছয়-সাত মাসের বকরীর বাচ্চা ব্যতীত কিছুই নেই। শু'বা বলেন, আমার ধারণা তিনি আরো বলেছেন যে, বকরীর বাচ্চাটি পূর্ণ এক বছরের বক্‌রীর চাইতে উত্তম। নবী ﷺ বললেন ঃ তার স্থলে এটিকেই যবাহ্ কর। কিন্তু তোমার পরে অন্য কারোর জন্য কখনো এই অনুমতি থাকবে না। হাতিম ইব্‌ন ওয়ারদান এ হাদীসটি আইউব, মুহাম্মাদ, আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (দুধের বাচ্চা) শব্দে বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٢٢١٣. بَابُ مَنْ ذَبَحَ الأَضَاحِيَ بِيَدِهِ

২২১৩. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবাহ্ করা

٥١٦٠ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِيْ إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّيْ وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ -

৫১৬০ আদাম ইব্ন আবূ ইয়াস (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'টি সাদা-কালো বর্ণের ভেড়া দ্বারা কুরবানী করেছেন। তখন আমি তাঁকে দেখতে পাই তিনি ভেড়া দু'টোর পার্শ্বদেশে পা রেখে "বিস্‌মিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার" পড়ে নিজের হাতে সে দু'টোকে যবাহ্ করেন।

٢٢١٤ . بَابُ مَنْ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ ، وَأَعَانَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فِيْ بَدَنَتِهِ ، وَأَمَرَ أَبُوْ مُوْسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِّيْنَ بِأَيْدِيْهِنَّ

২২১৪. পরিচ্ছেদ ঃ অন্যের কুরবানীর পশু যবাহ্ করা। জনৈক ব্যক্তি ইব্ন 'উমর (রা)কে কুরবানীর পশুর (উটের) ব্যাপারে সহযোগিতা করেছিল। আবূ মূসা (র) তার কন্যাদের আদেশ করেছিলেন, তারা যেন নিজেদের হাতে কুরবানী করে

٥١٦١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَرِفَ وَأَنَا أَبْكِيْ ، فَقَالَ مَا لَكِ أَ نَفِسْتِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ هٰذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ اقْضِيْ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ وَضَحَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ -

৫১৬১ কুতায়বা (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সারিফ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে এলেন। সে সময় আমি কাঁদছিলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার কি হলো? তুমি কি ঋতুমতী হয়ে পড়েছ? আমি বললামঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ এটাতো এমন এক বিষয় যা আল্লাহ্ আদম-কন্যাদের উপর নির্ধারণ করে রেখেছেন। কাজেই হাজীগণ যে সকল কাজ আদায় করে তুমিও তা আদায় কর। তবে তুমি বায়তুল্লাহ্ শরীফের তাওয়াফ করবে না। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীগণের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেন।

٢٢١٥. بَابُ الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

২২১৫. পরিচ্ছেদ ঃ সালাত (ঈদের) আদায়ের পরে যবাহ্ করা

٥١٦٢ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَدِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هٰذَا أَنْ

banglainternet.com

نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ ، فَمَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا ، وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ ، فَقَالَ أَبُوْ بُرْدَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، فَقَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا ، وَلَنْ تَجْزِيَ أَوْ تُوْفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ -

৫১৬২ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে খুত্‌বা দেওয়ার সময় বলতে শুনেছি ঃ আমাদের আজকের এই দিনে সর্ব প্রথম আমরা যে কাজটি করবো তা হল সালাত আদায়। এরপর আমরা ফিরে গিয়ে কুরবানী করবো। যে ব্যক্তি এ ভাবে করবে সে আমাদের সুন্নাতকে অনুসরণ করবে। আর যে ব্যক্তি পূর্বেই যবাহ্ করল, তা তার পরিবার পরিজনের জন্য অগ্রিম গোশ্‌ত (হিসেবে গণ্য), তা কিছুতেই কুরবানী বলে গণ্য নয়। তখন আবূ বুরদা (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি সালাত আদায়ের পূর্বেই যবাহ্ করে ফেলেছি এবং আমার কাছে একটি বকরীর বাচ্চা আছে, যেটি পূর্ণ এক বছরের বক্‌রীর চাইতে উত্তম। নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি সেটির স্থলে এটিকে কুরবানী কর। তোমার পরে এ নিয়ম আর কারো জন্য প্রযোজ্য হবে না কিংবা তিনি বলেছেন ঃ আদায় যোগ্য হবে না।

٢٢١٦ . بَابُ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ أَعَادَ

২২১৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করে সে যেন পুনরায় যবাহ্ করে

٥١٦٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ ، فَقَالَ رَجُلٌ هٰذَا يَوْمٌ يُشْتَهٰى فِيْهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَرَ مِنْ جِيْرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَذَرَهُ وَعِنْدِيْ جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ أَدْرِيْ بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لاَ ، ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ ، يَعْنِي فَذَبَحَهُمَا ، ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوْهَا -

৫১৬৩ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... আনাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করেছে সে যেন পুনরায় যবাহ্ করে। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল ঃ এটাতো এমন দিন যে দিন গোশ্‌ত খাওয়ার আগ্রহ হয়। সে তার প্রতিবেশীদের অভাবের কথাও উল্লেখ করল। নবী ﷺ যেন তার ওজর অনুধাবন করলেন। লোকটি বলল ঃ আমার কাছে এমন একটি বক্‌রীর বাচ্চা রয়েছে যেটি দু'টি মাংসল বক্‌রী অপেক্ষা উত্তম। নবী ﷺ তখন তাকে সেটি কুরবানী করার অনুমতি দিলেন। (বর্ণনাকারী বলেন ঃ) আমি জানি না, এ অনুমতি অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না। তারপর নবী ﷺ ভেড়া দু'টির দিকে ঝুঁকলেন অর্থাৎ তিনি সে দু'টিকে যবাহ্ করলেন। এরপর লোকজন বক্‌রীর একটি ক্ষুদ্র পালের দিকে গেল এবং সেগুলোকে যবাহ্ করল।

banglainternet.com

٥١٦٤ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ الْبَجَلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ -

৫১৬৪ আদাম (র)..... জুনদুব ইব্‌ন সুফিয়ান বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি কুরবানীর দিন নবী ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের পূর্বে যবাহ্ করেছে, সে যেন এর স্থলে আবার যবাহ্ করে। আর যে যবাহ্ করেনি, সে যেন যবাহ্ করে নেয়।

٥١٦٥ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، فَلَا يَذْبَحُ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَعَلْتُ ، فَقَالَ هُوَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ ، قَالَ فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ أَذْبَحُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، ثُمَّ لَا تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ، قَالَ عَامِرٌ هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتِهِ -

৫১৬৫ মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাত আদায় করে বললেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের কিব্‌লাকে কিব্‌লা বলে গ্রহণ করে সে যেন (ঈদের সালাত) শেষ না করা পর্যন্ত যবাহ্ না করে। তখন আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমিতো যবাহ্ করে ফেলেছি। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এটি এমন জিনিস হল যা তুমি জলদী করে ফেলেছ। আবূ বুরদা (রা) বললেন ঃ আমার কাছে একটি কম বয়সী বক্‌রী আছে। সেটি পূর্ণ বয়স্ক দু'টি বক্‌রীর চাইতে উত্তম। আমি কি সেটি যবাহ্ করতে পারি? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হাঁ। তবে তোমার পরে অন্য কারো পক্ষে তা যবাহ্ করা যথেষ্ট হবে না। 'আমের (র) বলেন ঃ এটি হল তাঁর উত্তম কুরবানী।

٢٢١٧ . بَابُ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

২২১৭. পরিচ্ছেদ ঃ যবাহের পশুর পার্শ্বদেশ পা দিয়ে চেপে ধরা

٥١٦٦ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ -

banglainternet.com

৫১৬৬ হাজ্জাজ ইব্‌ন মিনহাল (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ দু'টি শিং বিশিষ্ট

সাদা-কালো রঙ্গের ভেড়া কুরবানী করতেন। তিনি পশুগুলোর পার্শ্বদেশ তাঁর পা দিয়ে চেপে ধরে সেগুলোকে নিজ হাতে যবাহ্ করতেন।

٢٢١٨. بَابُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الذَّبْحِ

২২১৮. পরিচ্ছেদ ঃ যবাহ্ করার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা

٥١٦٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا -

৫১৬৭ কুতায়বা (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ দু'টি সাদা-কালো বর্ণের শিংবিশিষ্ট ভেড়া কুরবানী করেন। তিনি ভেড়া দু'টির পার্শ্বদেশে তাঁর কদম মুবারক স্থাপন করে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর' বলে নিজ হাতেই সেই দু'টিকে যবাহ্ করেন।

٢٢١٩. بَابُ إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ

২২১৯. পরিচ্ছেদ ঃ যবাহ্ করার জন্য কেউ যদি হারামে কুরবানীর পশু পাঠিয়ে দেয়, তাহলে তার উপর ইহরামের বিধান থাকে না

٥١٦٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ رَجُلاً يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِيْ الْمِصْرِ فَيُوْصِيْ أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ ، فَلاَ يَزَالُ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ ، قَالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيْقَهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ، فَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ -

৫১৬৮ আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... মাসরূক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি 'আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে উম্মুল মু'মিনীন! কোন ব্যক্তি যদি কা'বার উদ্দেশ্যে হাদী (কুরবানীর পশু) পাঠিয়ে দেয় এবং নিজে আপন শহরে অবস্থান করে নির্দেশ দেয় যে, তার হাদীকে যেন মালা পরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে সে দিন থেকে লোকদের হালাল হওয়া পর্যন্ত কি সেই ব্যক্তির ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে? মাসরূক বলেন ঃ তখন আমি পর্দার আড়াল থেকে তাঁর (আয়েশা (রা)) হাতের উপর হাত মারার আওয়াজ শুনলাম। তিনি বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীর (কুরবানীর পশু) গলায় রশি পাকিয়ে পরিয়ে দিতাম। এরপর তিনি হাদীকে কা'বার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিতেন। তখন স্বামী-স্ত্রীর বৈধ কাজ,লোকেরা ফিরে আসা পর্যন্ত নবী ﷺ -এর উপর ইহা হারাম হতো না।

banglainternet.com

٢٢٢٠ . بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ وَمَا يَتَزَوَّدُ مِنْهَا

২২২০. পরিচ্ছেদ ঃ কুরবানীর গোশ্‌ত থেকে কতটুকু পরিমাণ আহার করা যাবে, আর কতটুকু পরিমাণ সঞ্চিত রাখা যাবে

٥١٦٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُوْمَ الْأَضَاحِيْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ لُحُوْمَ الْهَدْيِ -

৫১৬৯ 'আলী ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর আমলে আমরা মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত কুরবানীর গোশ্‌ত জমা করে রাখতাম। রাবী সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না একাধিকবার। 'لُحُوْمَ الْأَضَاحِيِ' এর স্থলে 'لُحُوْمَ الْهَدْيِ' বলেছেন।

٥١٧٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقُدِّمَ فَقُدِّمَ إِلَيْهِ لَحْمٌ ، قَالَ وَهٰذَا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانَا ، فَقَالَ أَخِّرُوْهُ لَا اذُوْقُهُ قَالَ ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أَخِي أَبَا قَتَادَةَ وَكَانَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أَمْرٌ -

৫১৭০ ইসমা'ঈল (র)..... আবূ সা'ঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি (দীর্ঘ দিন) বাইরে ছিলেন, পরে ফিরে আসলে তাঁর সামনে গোশ্‌ত পরিবেশন করা হল। তিনি বললেন ঃ এটি কি আমাদের কুরবানীর গোশ্‌ত? এরপর তিনি বললেন ঃ এটি সরিয়ে নাও, আমি তা খাব না। তিনি বলেন, এরপর আমি উঠে গেলাম এবং ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ভাই আবূ কাতাদা ইব্‌ন নু'মান-এর নিকট এলাম। আবূ কাতাদা (রা) ছিলেন তার বৈপিত্রেয় ভাই এবং তিনি ছিলেন বদরী সাহাবী। তিনি বলেন, এরপর আমি তার কাছে ব্যাপারটি উল্লেখ করলে তিনি বললেন ঃ তোমার অনুপস্থিতিতে এরূপ বিধান জারী হয়েছে।

٥١٧١ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِيْ بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِيْ قَالَ كُلُوْا وَأَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا فَإِنَّ ذٰلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِيْنُوْا فِيْهَا

banglainternet.com

৫১৭১ আবূ 'আসিম (র)..... সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী করেছে, সে যেন তৃতীয় দিবসে

এমতাবস্থায় সকাল অতিবাহিত না করে যে, তার ঘরে কুরবানীর গোশ্‌ত কিছু পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে। এরপর যখন পরবর্তী বছর আসল, তখন সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি সে রূপ করবো, যে রূপ গত বছর করেছিলাম? তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চয় করে রাখ কেননা, গত বছর তো মানুষের মধ্যে ছিল অভাব অনটন। তাই আমি চেয়েছিলাম যে, তোমরা তাতে সাহায্য কর।

٥١٧٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اَلضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهُ فَنَقْدُمُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لاَ تَأْكُلُوْا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَيْسَتْ بِعَزِيْمَةٍ ، وَلٰكِنْ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَاللهُ أَعْلَمُ -

৫১৭২ ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (র)..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় অবস্থানের সময় আমরা কুরবানীর গোশ্‌তের মধ্যে লবণ মিশ্রিত করে রেখে দিতাম। এরপর তা নবী ﷺ -এর সামনে পেশ করতাম। তিনি বলতেন ঃ তোমরা তিন দিনের পর খাবে না। তবে এটি জরুরী নয়। বরং তিনি চেয়েছেন যে, তা থেকে যেন অন্যদের খাওয়ান হয়। আল্লাহ্ অধিক অবগত।

٥١٧٣ حَدَّثَنَا حِبَّانُ ابْنُ مُوْسٰى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُوْ عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيْدَ يَوْمَ الأَضْحٰى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْعِيْدَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُوْنَ نُسُكَكُمْ قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَكَانَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيْهِ عِيْدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِيْ فَلْيَنْتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ ، قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوْا لُحُوْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلاَثٍ * وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ نَحْوَهُ -

৫১৭৩ হিব্বান ইব্‌ন মূসা (রা)..... ইব্‌ন আযহারের আযাদকৃত দাস আবূ 'উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত যে, তিনি 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সংগে কুরবানীর ঈদের দিন ঈদগাহে হাযির

banglainternet.com

ছিলেন। 'উমর (রা) খুত্‌বার পূর্বে সালাত আদায় করেন। এরপর সমবেত জনতার সামনে খুত্‌বা দেন। তখন তিনি বলেন ঃ হে লোক সকল! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই দুই ঈদের দিনে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। তন্মধ্যে একটি তো হল, তোমাদের জন্য তোমাদের সিয়াম ভংগ করার দিন (অর্থাৎ ঈদুল ফিত্‌র)। আর অপরটি হল, এমন দিন যে দিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত আহার করবে। আবূ 'উবায়দ বলেন ঃ এরপর আমি 'উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) সময়ও হাযির হয়েছি। সেদিন ছিল জুম্'আর দিন। তিনি খুত্‌বা দানের আগে সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি খুত্‌বা দিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে লোক সকল! এটি এমন দিন, যে দিন তোমাদের জন্য দু'টি ঈদ একত্রিত হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে আওয়ালী (মদীনার চার মাইল পূর্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম) এলাকার যে ব্যক্তি জুমু'আর সালাতের অপেক্ষা করতে ইচ্ছা করে, সে যেন অপেক্ষা করে। আর যে ফিরে যেতে চায়, তার জন্য আমি অনুমতি দিলাম। আবূ উবায়দ বলেন ঃ এরপর আমি ঈদগাহে হাযির হয়েছি আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) এর সময়ে। তিনি খুত্‌বার পূর্বে সালাত আদায় করেন। এরপর লোকজনের উদ্দেশ্যে খুত্‌বা দেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশ্‌ত তিন দিনের অধিক কাল খেতে নিষেধ করেছেন। মা'মার, যুহরী, আবূ উবায়দ (র) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٥١٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُوْا مِنَ الأَضَاحِيِّ ثَلاَثًا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِيْنَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أَجْلِ لُحُوْمِ الْهَدْيِ -

৫১৭৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুর রহীম (রা)..... 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কুরবানীর গোশ্‌ত থেকে তোমরা তিন দিন পর্যন্ত আহার কর। 'আবদুল্লাহ্ (রা) মিনা থেকে ফিরার পথে কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়া থেকে বিরত থাকার কারণে যায়তুন দিয়ে আহার করতেন।

banglainternet.com